ভালোবাসা ও দ্বীনদারি

নারী সিরিজ-৩

ভালোবাসা ও দ্বীনদারি

মূল

ড. হাসসান শামসি পাশা

অনুবাদ

সাদিক ফারহান

মাকতাবাতুল হাসান

ভালোবাসা ও দ্বীনদারি

প্রথম সংস্করণ : সেপ্টেম্বর ২০২৩

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশনায়

মাকতাবাতুল হাসান

দোকান নং : ৩৩-৩৪, ইসলামী টাওয়ার (আন্ডারগ্রাউন্ড), বাংলাবাজার, ঢাকা

✆ ০১৭৮৭০০৭০৩০

বানানসমন্বয় : মাসউদ আহমাদ

প্রচ্ছদ ও সজ্জা : মো. আখতারুজ্জামান

অনলাইন পরিবেশক :

rokomari.com - wafilife.com - বইফেরী.কম - নিউ লেখা প্রকাশনী (কোলকাতা)

ISBN : 978-984-97319-7-9

Web : maktabatulhasan.com

E-mail : info.maktabatulhasan@gmail.com

fb/Maktabahasan

মুদ্রিত মূল্য : ১০০/- টাকা মাত্র

Valobasa o Dindari

By Dr. Hassan Chamsi Pasha

Published by : Maktabatul Hasan, Bangladesh

©

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটির আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ।

সুচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রকৃত ভালোবাসা	৭
ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কেমন হবে আমাদের আচরণ	৭
এসব ভালোবাসা নয়	৭
মুমিন পুরুষদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে	১২
বান্ধবীদের সঙ্গে সম্পর্ক	১৬
ভালোবাসার কথা বান্ধবীকে জানাবেন যেভাবে	১৮
দ্বীনদার দুজনের মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক	১৯
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার নিদর্শন	২১
আল্লাহর জন্য ঘৃণার নিদর্শন	২১
আল্লাহর জন্য ভালোবাসার মাপকাঠি	২৪
আমার বান্ধবী কি আমাকে দূরে ঠেলে দিলো?	২৬
এ অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ	২৮
ছাত্রী-শিক্ষিকার মাঝে ভালোবাসার সম্পর্ক	৩৫
অনলাইনে বন্ধুত্ব	৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
যুবকদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক	৩৯
এ যুবক কী চায়?	৩৯
দুই যুবকের মাঝে তুলনা করুন	৪০
মোবাইলে সম্পর্ক ও বিয়ে	৪১
মিথ্যা প্রতিশ্রুতি	৪২
মানব নেকড়ে	৪৩
খেলোয়াড়দের প্রতি ভালোবাসা	৪৬
যুবক-যুবতীর ভাব বিনিময়	৪৬
কেন বাড়ছে এসব অবৈধ সম্পর্ক?	৪৯
ফোনে ছবি ওঠানো থেকে বিরত থাকুন	৫০
একটি ভিডিয়ো ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিলো মেয়েটির জীবন	৫২
এক যুবতীর চিঠি	৫৯
নিজেকে প্রশ্নের মুখোমুখি করুন	৬১

প্রকৃত ভালোবাসা

ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে কেমন হবে আমাদের আচরণ

বাস্তবতাবর্জিত হলেও আজ অহরহ দেখতে হচ্ছে যে, যুবতীর ভালোবাসা যুবক জোরপূর্বক আদায় করে নিতে চায়। মূলত নিজ বাসনা পূরণই এ ক্ষেত্রে মুখ্য থাকে। এজন্য দেখা যায় যে, কিছু দুশ্চরিত্র পুরুষ নারীর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে তাকে কিছু সময় ভোগ করে। এরপর তাকে ছেড়ে অন্য আরেক মেয়ের সন্ধানে লেগে পড়ে।

বর্তমানে অনেক তরুণ-তরুণীর অন্তরে অবৈধ প্রেমের বীজ বপন করে প্রেমকাহিনি নামে বাজারের সস্তা উপন্যাস ও অশ্লীল সিনেমা। এগুলো পড়ে ও দেখে, তার চিত্রিত রূপটি নিজেও অনুশীলন করে। বস্তুত এগুলো স্পষ্ট অশ্লীলতা। প্রকৃত ভালোবাসা নয়। উপরন্তু এসব উপন্যাস ও অশ্লীল সিনেমা ভালোবাসার মর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তিদের উত্তেজিত করে তোলে। ভালোবাসার নামে অন্যকে ভোগ করতে প্ররোচিত করে।

এসব ভালোবাসা নয়

বর্তমানে ভালোবাসার নামে যা হচ্ছে, তা আদৌ ভালোবাসা নয়। বস্তুত এগুলো যৌবনের আবেগ ও অশ্লীলতা বই কিছু নয়।

যেমন দেখুন, নেকড়ে খুব কৌশলে শিকারের কাছে যায়। নিকটবর্তী হওয়ার আগ পর্যন্ত তার চেহারায় হিংস্রতা থাকে না। এরপর বাগে পেলে সে হিংস্রতার দাঁত বের করে। চোখের পলকেই

তাকে ধরাশায়ী করে ফেলে। এবার নির্মমভাবে চিরে-ফেড়ে খায়। রক্ত, কলজে ও মাংসের মজা উপভোগ করে। তারপর তৃপ্তির ঢেকুর দিয়ে উচ্ছিষ্ট অংশকে মাটিতে ফেলে রাখে। অনুতাপের ছাপ তার চেহারায় পরিলক্ষিত হয় না। মূলত ভক্ষণ শেষে উচ্ছিষ্টের দাম মাটির সমানও নয়।

যুবক-যুবতীর পারস্পরিক সম্পর্কের দৃষ্টান্ত হুবহু অনুরূপ। যুবক প্রথমে চিত্তাকর্ষক ও মনোহারী কথা বলে কাছে আসবে। আকাশকুসুম স্বপ্ন দেখাবে। শতসহস্র মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেবে। বিশেষত বিয়ের অঙ্গীকার করবে। এভাবে আপনাকে বশে আনবে। সুযোগ বুঝে ক্ষুধার্ত সিংহের মতো আপনার ওপর আক্রমণ করে বসবে। দেহ-সম্ভ্রম সব হরণ করে নেবে। দেহ ভোগ শেষ হলে আপনাকে নিছক চামড়া বা হাড্ডি মনে হবে। মূল্যহীন বস্তু হিসাবে আপনাকে ফেলে দেবে। আপনাকে শোকের অথই জলে ভাসিয়ে সে চলে যাবে। তখন শুধু আক্ষেপ ও ক্রন্দনই আপনার একাকিত্বের সঙ্গী হবে।

মনে রাখবেন, যেকোনো আয়াতই আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন, তার পেছনে কোনো হেকমত বা কারণ অবশ্যই রয়েছে। পর্দা সম্পর্কিত আয়াতও এর ব্যতিক্রম নয়।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا
يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ
جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ

بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآئِهِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِىٓ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِىٓ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَآئِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ ٱلتَّٰبِعِينَ غَيْرِ
أُو۟لِى ٱلْإِرْبَةِ مِنَ ٱلرِّجَالِ أَوِ ٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا۟ عَلَىٰ عَوْرَٰتِ
ٱلنِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ
وَتُوبُوٓا۟ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾

আর মুমিন নারীদের বলো, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। আর যা আপনিই প্রকাশ পায় তা ছাড়া নিজেদের সৌন্দর্য তারা যেন প্রকাশ না করে। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজেদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীগণ, যারা নিজ মালিকানাধীন, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারও কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর মুসলিম নারীদের উচিত ভূমিতে এভাবে পদক্ষেপ না করা, যাতে তাদের গুপ্ত সাজ জানা হয়ে যায়। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তওবা করো, যেন তোমরা সফলতা অর্জন করো। [সুরা নুর : ৩১]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾